বেগুনের ফল ও কান্ড পঁচা রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

Phomopsis vexans ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ:

- ফুল আসার সময়ে আক্রমন বেশী হলেও যেকোন পর্যায়ে চারা, কান্ড, পাতা, ফল ও বীজ আক্রান্ত হতে পারে।
- পাতার উপরে ধূসর বা বাদামী বর্ণের চক্রাকার দাগ দেখা যায় এবং দীরে ধীরে পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে।
- মাটির সংযোগস্থলে কান্ড সরু হয়ে যায় যা বাতাসে ভেঙ্গে যেতে পারে।
- গাছের পাতা হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে পরবর্তীতে গাছ মারা যায়।
- কান্ডের যে অংশ আক্রান্ত হয় সেখানে ছাল শুকিয়ে যায় এবং ভিতরের কাঠ বেড়িয়ে যায়।
- আক্রান্ত ফলে বাদামী ডাবানো গোলাকার ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

ছবি : বেগুনের ফল ও কান্ড পঁচা রোগ

দমন ব্যবস্থা

- ✓ রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ✓ প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম/ প্রোভ্যাক্স ছত্রাক নাশক দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।এছাড়া ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে বীজ শোধন করা যায়।
- ✓ প্রাথমিক ভাবে দু-একটি গাছ আক্রান্ত হলে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নেয়া এবং সে সময় সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সু-বন্দোবস্ত করতে হবে।
- ✓ রোগ হয় এরূপ জমিতে কমপক্ষে তিন বছর সোলানেসি গোত্রের ফসল ছাড়া অন্য গোত্রের ফসল দ্বারা শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- ✓ আক্রান্ত গাছের ফল, পাতা ও কান্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে।
- ✓ আক্রমণ প্রবণ জমিতে গাছের গোড়াসহ মাটি ভালভাবে ছত্রাকনাশক যেমন-কার্বেন্ডাজিম (১গ্রাম)/ প্রোপিকোনাজেল (০.৫ মিঃলিঃ) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে ভিজিঁয়ে দিতে হবে।
- ✓ ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্র করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।